

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতি কার্যকর ভূমিকা রাখে

সূচনা

জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে অর্থনীতি বিষয়ের পরিধিও অনেক বেড়েছে। অতীত ও বর্তমান অর্থনীতি বিষয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতি বিষয়ে এখন অনেক উন্নত বা সমৃদ্ধ।

প্রথমে যারা অর্থনীতি বিষয় উপস্থাপন করেছেন এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ , ডেভিড রিকার্ডো এবং জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতিকে সম্পদের উৎপাদন ও বন্টনের বিজ্ঞান বলে মনে করেন।

এদের মধ্যে এডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। অর্থনীতির এই ধারা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। তখন অর্থনীতি বা Economics – এর নাম ছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি বা Political Economy।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতি

অর্থনীতির যে ১০ টি মৌলিক নীতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলো হল–

১. মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয় (People Face Trade-Offs)
২. সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)
৩. যুক্তিবাদী মানুষ প্রান্তিক পর্যায় নিয়ে চিন্তা করে (Rational People Think at the Margin)
৪. মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় (People Respond to Incentives)
৫. বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয় (Trade can Make Everyone Better-Off)
৬. অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য সচরাচর বাজার একটি উত্তম পন্থা (Markets are Usually a Good Way to Organize Economic Activities)
৭. সরকার কখনো কখনো বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে (Government Can Something Improve Market Outcomes)
৮. একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষমতার উপর (A Country's Standard of Living Depends on It's Ability to Produce Goods and Services)
৯. যখন সরকার অতিমাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় (Prices Rise When the Government Prints Too Much Money)

১০. সমাজে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে (Society Faces a Short-Run Trade-Off between Inflation and Unemployment).

আমাদের জীবনে নীতিগুলোর প্রভাবের বর্ণনা

মানুষের জীবনে অর্থনীতির মৌলিক নীতিগুলোর খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। তাই আলোচনা করা হল-

মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয় (People Face Trade-Offs)

পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে পেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি যদি অর্থনীতি বিষয় পড়তে মোট সময় ব্যয় কর , তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এরূপ তুমি যদি টিভি দেখো , তবে খেলাধুলার পিছনে সময় ব্যয় করতে পারবে না।

সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে , তবে শিক্ষা খাতসহ অন্যান্য সামরিক খাতে ব্যয় কমাতে হবে। অর্থাৎ সমাজে মানুষ সর্বদা একটি দেওয়া-নেওয়ার নীতি মেনে চলে।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

তুমি যদি স্কুলে লেখাপড়া করার জন্য সময় ব্যয় করো , তবে তুমি তোমার বাড়িতে তোমার বাবার কাজে সাহায্য করতে পারবে না। অথচ তুমি বাড়িতে কোন একটি অর্থনৈতিক কাজ করলে তা থেকে তোমাদের পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারবে। কিন্তু সে সময় তুমি স্কুলে লেখাপড়া করছো।

এখানে লেখাপড়া করার জন্য বাড়িতে কাজ করতে না পারা লেখাপড়ার সুযোগ ব্যয়। সাধারণত যেসব সুযোগ থেকে তুমি বঞ্চিত হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে দামি সুযোগটিকেই সুযোগ ব্যয় বলা হয়।

যুক্তিবাদী মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে চিন্তা করে (Rational People Think at the Margin)

মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে। বিয়ে বাড়িতে খাওয়া শেষে তোমরা কেউ কেউ ভাবো আরো একটু খেতে পারতাম, আবার কেউ কেউ ভাবো আরেকটু কম খেলে ভালো হতো। এই অল্প একটু বেশি বা অল্প একটু কম খাওয়া হচ্ছে প্রান্তিক খাওয়া। ধরো, তুমি একটি বিষয়ে A পেলে, তোমার মনে হবে আরেকটু পড়লেই A+ পেতাম। মানুষ প্রান্তিক সুবিধা-অসুবিধার কথাও ভাবে।

ধরো, তুমি পরপর তিনটি কলা খেলে। তিন নম্বর কলাটি হলো প্রান্তিক কলা। প্রান্তিক কলা খেয়ে তুমি যে তৃপ্তি পেলে , তার নাম প্রান্তিক উপযোগ। প্রান্তিক বা তিন নম্বর কলাটি পেতে তুমি যত টাকা খরচ করলে, তার নাম প্রান্তিক ব্যয়। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে তুমি তখনই প্রান্তিক কলাটি খাবে, যখন প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে।

মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় (People Respond to Incentives)

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ প্রণোদনা পায় বলে কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। তোমার বাবা যদি বলেন তুমি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলেই তিনি তোমাকে একটি সাইকেল কিনে দিবেন। নিশ্চয়ই তোমার ভিতরে পড়াশোনা করার উৎসাহ আরো বেড়ে যাবে। তেমনি অর্থনীতিতে শ্রমিক প্রণোদনা পেলে বেশি উৎপাদন করে।

বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয় (Trade can Make Everyone Better-Off)

যুক্তরাষ্ট্রে সস্তায় গাড়ি তৈরি করে। তবে আমাদের রয়েছে সস্তার পোশাক তৈরীর সমর্থ। এখন আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সস্তা পোশাকের বিনিময়ের বাণিজ্য করি , তাহলে আমাদের উভয়েরই লাভ হবে।

অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য সচরাচর বাজার একটি উত্তম পন্থা (Markets are Usually a Good Way to Organize Economic Activities)

অর্থনৈতিক কাজকর্ম সচরাচর সংঘটিত হয়ে থাকে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। ফার্ম ও পরিবারসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই কোন দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। ফার্মের মালিকরা বাজারের চাহিদা দেখে দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অসংখ্য পরিবার তাদের আয় ও প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে। চাহিদা ও সরবরাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা বাজারের দাম নির্ধারিত হয়।

সরকার কখনো কখনো বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে (Government Can Sometimes Improve Market Outcomes)

বাজারব্যবস্থা সাধারণত নানা ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদা ও সরবরাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বাজারব্যবস্থার নির্দিষ্ট একজনের বদলে বহুজনের সম্মিলিত অদৃশ্য হাতের ইশারায় চলে। কিন্তু সব সময় ব্যাপারটি সঠিকভাবে হয় না। নানা কারণে অদৃশ্য হাত সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এমন অবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে।

গণদ্রব্য সরবরাহ যেমন: শিক্ষা , স্বাস্থ্য , আইন-শৃঙ্খলা , বিদ্যুৎ ইত্যাদি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে অপারগতা, একচেটিয়া সম্পদের কেন্দ্রীভবন , পরিবেশ দূষণ এবং দুর্নীতির মতো বিষয়গুলো থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের দরকার হয়। বাজারের হাট অদৃশ্য হলেও , সরকারের হস্তক্ষেপ দৃশ্যমান থাকে।

একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষমতার উপর (A Country's Standard of Living Depends on It's Ability to Produce Goods and Services)

যেসব দেশের মানুষের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষমতা বেশি , তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। উন্নত দেশ সমূহের মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি বলে তাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ৬২৭৯৫.৬ মার্কিন ডলার এবং জাপানের মাথাপিছু আয় ৩৯২৯০ মার্কিন ডলার (উৎস বিশ্ব ব্যাংক)।

গড়পরতা তারা উন্নত খাবার গ্রহণ , উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত নাগরিক সুবিধা লাভ করে। শ্রমিকদের কর্মক্ষমতাও বাড়ে। অল্প সময়ে, অল্প শ্রমে তারা অনেক বেশি দ্রব্য ও সেবা তৈরি করতে পারে।

যখন সরকার অতিমাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় (Prices Rise When the Government Prints Too Much Money)

মুদ্রা ছাপানোর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অধিকমাত্রায় মুদ্রা ছাপায় , তাহলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে অর্থাৎ মূল্যস্তর বাড়ে।

মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মূল্য কমে যায়। তুমি ৫০০/- টাকা খরচ করলে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে যাও। কিন্তু টাকার মান কমে যাওয়ায় ওই সামগ্রী পেতে তোমাকে ৬৫০/- টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে যা পূর্বের ৫০০/- টাকার চেয়ে ১৫০/- টাকা বেশি। জিনিসের দাম বাড়ায় একই জিনিস কিনতে এখন বেশি মুদ্রা লাগবে।

সমাজে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে (Society Faces a Short-Run Trade-Off between Inflation and Unemployment)

দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যস্তর বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আর কোনো শ্রমিক বাজার মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক , কিন্তু কাজ পায় না- এরা হলো বেকার। সাধারণত অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি কমলে বেকারত্ব বাড়ে। আবার মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে বেকারত্ব কমে।

আমাদের জীবন যাপনে নীতিগুলোর ভূমিকা

প্রতিদিন আমাদেরকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- দারিদ্র্য , মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব প্রভৃতি। আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা বলতে সাধারণ সম্পদের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করি। প্রত্যেক সমাজকেই এই সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। তাই আমাদের জীবন-যাপনে এই নীতিগুলোর ভূমিকা ব্যাপক।

উপসংহার

আমাদের জীবনে প্রতিটা ক্ষণে অর্থনীতির প্রয়োজন হয় । তাই পরিশেষে এটাই বলতে হয় , আমাদের জীবন যাপনে অর্থনীতির মৌলিক নীতিগুলো খুবই প্রয়োজন । জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও নীতিগুলো প্রভাব বিস্তার করে চলে।